ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৩ ...

স্য সচিব ভারপ্রাপ্ত প্রোক্টর ড. ... রুল ইসলাম, সদস্য সামাজিক বিজ্ঞান ...দের ডীন মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ...কয়া হলের প্রাধ্যক্ষ তাজমেরী এস এ ...লাম এবং বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ...লের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক নাসরিন আহমদ।

এদিকে এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মেসবাহ কামাল সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে পরাজিত ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র যে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে তার প্রতিবাদ জানান। এ ছাড়া ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, প্রগতিশীল ছাত্রজোট মেসবাহ কামালকে জড়িয়ে সকল ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানায়।

মন্তব্য প্রতিবেদন

প্লিজ, গেট লস্ট!

আবেদ খান

পুলিশ পিটিয়েছে অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের, পিটিয়েছে সাংবাদিকদের, ঠ্যাং ভেঙে হাসপাতালে পাঠিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্নেল তাহেরের অনুজ ড. আনোয়ার হোসেনকে। তাদেরকে কেবল যে নির্দয়ভাবে প্রহার করে এবং রাবার বুলেট ছুঁড়ে আহতই করা হয়েছে তা নয়, কয়েকজনকে ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

প্লিজ, গেট লস্ট!

● প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এভাবে কি দমন করা যায় সংগ্রামরত তারুণ্যকে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস লেখা আছে এর প্রতিটি দেওয়ালে, প্রতিটি ইটের শরীরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে সংগ্রামভরা সময়ের কথকতা। যারা সেই ইতিহাস পড়তে জানে না তারা দুর্ভাগা। কালের অভিশাপ বহন করছে তারা। সেই অভিশাপে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারে পরিণত হওয়াই তাদের অনিবার্য পরিণতি।

একজন বিভ্রান্ত, অসত্যভাষী, সন্তানহন্তারক ব্যক্তিকে সমাজ গ্রহণ করে না। ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী তাঁর ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ওপরের সবকয়টি বিশেষণই করায়ত্ত করেছেন। এখন তাকে তো কোনো অবস্থাতেই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবহের মধ্যে কল্পনা করা যায় না। অবস্থা যখন তাঁর নাগালের বাইরে যাচ্ছিল তখন বেরিয়ে এলো এই লোকটির আর এক চেহারা। সে চেহারা শিক্ষকের নয়, কোনো বিবেকবান মানুষের চেহারা নয়। এই অচেনা চেহারার প্রাণীটি নির্দয়ভাবে মিসমার করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য, রুচি এবং ভাবমূর্তিকে। ড. চৌধুরীরা কেন বুঝতে চান না যে, জোর করে কিছু করা যায় না। আমি বুঝি না তিনি কেন নিজেকে মাস্তান সর্দার হিসেবে পরিচয় করানোর জন্য এতো অধীর হয়ে উঠলেন! যিনি সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ তাঁকে যদি দেখা যায় সন্ত্রাসীদের পালক এবং চালকের ভূমিকায়, তাহলে কোনো বিবেকবান মানুষ কি সহ্য করতে পারবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উপাচার্য এবং এই প্রোক্টরের হাতে নিরাপদ নয় কোনো ছাত্রছাত্রী, নিরাপদ নয় কোনো নীতিবান শিক্ষক, নিরাপদ নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি। তাহলে কেন হচ্ছে এসব!

এই যে পুলিশ শতাধিক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সাংবাদিককে আহত করলো, এই যে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিলো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে, এতে লাভ হয়েছে কার? উপাচার্য, প্রোক্টর এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা কি মনে করছেন যে, দেশের মানুষের রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে? এ তো কেবল শুরু হলো, প্রত্যাশিত সময়ের অনেক আগে। মানুষের রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাসই তো বাংলাদেশের অকৃত্রিম ইতিহাস। তাঁদের ভাবনা যদি সঠিক হতো, তাহলে তো এখনও পাকিস্তানই থেকে যেতো, বিশ্ববিদ্যালয়ে এনএসএফ-এর আধিপত্যই থাকতো। তাহলে তো উনসত্তর হতো না, একাত্তর হতো না। জনগণের শক্তিকে উপেক্ষা করে আজ পর্যন্ত কেউ ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি; এটা যেমন ইতিহাসের শিক্ষা, তেমনি এটাও ইতিহাসের শিক্ষা যে, যে দেওয়ালের লেখা পাঠ করতে জানে না সে নিজেকে শুধরে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

উপাচার্য আর প্রোক্টর সাহেব, নিজেদের ইতিহাসটাও একটু যাচাই করে নিন। আপনাদের পার্সোনাল রেকর্ড অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এটা বোধহয় আপনাদের জানা উচিত। কার কক্ষে একা প্রবেশের সময় ছাত্রীরা শঙ্কিত হয় এবং কেন হয় সেসব বিবরণও নিশ্চয়ই কেউ তথ্য প্রমাণসমেত সংগ্রহ করছে বা করেছে। কাজেই এবার দয়া করে মানে মানে কেটে পড়ুন আপনারা দুজন। আর একটা কথা, যতোদিন ওই উপাচার্য ও প্রোক্টর থাকবে ততোদিন ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে যাবে না, শিক্ষকরা ক্লাস নেবেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয় শান্ত হবে না। কাজেই চলে যান, চলে যান আপনারা। প্লিজ, গেট লস্ট!

ঢাকা, ২৯ জুলাই ২০০২